এনআরবিসি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ হারালেন এমপি পাপুল

মানব ও অবৈধ মুদ্রাপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শহিদ ইসলাম পাপুলকে এনআরবি কমার্শিয়াল (এনআরবিসি) ব্যাংকের পরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ও এনআরবিসি ব্যাংক সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান পদ থেকেও বাদ পড়েছেন তিনি। প্রবাসীদের উদ্যোগে গঠিত এ ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের শনিবারের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে জানা গেছে।

পাপুল ছিলেন এনআরবিসি ব্যাংককের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোক্তাদের একজন। অনিয়ম ও জালিয়াতির কারণে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকটির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসে। তখনই ব্যাংকটির বিভিন্ন দায়িত্বে আসেন পাপুল।

বিতর্কিত সংসদ সদস্যকে পরিচালনা পর্ষদ থেকে বাদ দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান তমাল পারভেজ। ফৌজদারি অপরাধের সুনির্দষ্ট অভিযোগ ওঠায় পাপুলকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় পাপুল ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের দুই কোটি শেয়ারের মালিকানা কেনেন। বর্তমানে তার শেয়ার রয়েছে প্রায় দুই কোটি ৩২ লাখ। এটি ব্যাংকটির মোট শেয়ারের সাড়ে ৪ শতাংশ। তাকে পরিচালক পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হলেও দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকটিতে তার শেয়ার থাকবে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতে পাপুল পরিচালকের বাইরে কোনো পদে না থাকলেও ২০১৭ সালে ব্যাংকটির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তনের সময় বিভিন্ন দায়িত্বে আসেন তিনি। এর পর থেকে তিনি ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

পাপুলকে কয়েক দিনের রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার কুয়েতের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ২১ দিন থাকবেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ঘুষ দেয়া, মানব ও অবৈধ মুদ্রাপাচার এবং রেসিডেন্ট পারমিট বিক্রির অভিযোগ আনা হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতে এনআরসিবি ব্যাংক থেকে তাকে বাদ দেয়া হয়। সূত্র-যুগান্তর

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ার আহ্বান মান্নার

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না।

তিনি বলেছেন, করোনার মতো এত বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন করে দেশের ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের ২৫ হাজার শ্রমিককে কর্মহীন করার সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিতভাবেই বকেয়া হয়ে পড়ে। পাওনা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের প্রায়ই আন্দোলনে নামতে হয়। বিগত বছরগুলোয় যারা অবসরে গিয়েছেন, তারাও অবসর সুবিধা পাচ্ছেন না।

রোববার নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাকিব আনোয়ার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীন পাটকলগুলো বন্ধের পরিকল্পনা করছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীও নাকি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে মত দিয়েছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ হিসেবে ক্রমাগত লোকসানের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) ভিত্তিতে পুনরায় পাটকলগুলো চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তার মানে বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালিত হলে লোকসান হবে না। অর্থাৎ সমস্যাটা পাট শিল্পের নয়। সরকারের ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, লুটপাট আজকে পাট শিল্পকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অথচ কয়েক দশক ধরে এই শিল্পই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ ছিল।

তিনি বলেন, করোনা মহামারীতে যেখানে সরকারের পাটকল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে এরকম একটি সিদ্ধান্ত সরকারের জনবিচ্ছিন্নতাকে আরেকবার সামনে এনেছে। জনগণের ম্যান্ডেটহীন, ভোট

ডাকাতি করে ক্ষমতায় আসা একটা সরকার এরকম গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেবে এটাই স্বাভাবিক। সূত্র-যুগান্তর

২৫ হাজার পাটকল শ্রমিককে ‘স্বেচ্ছা অবসরে’ পাঠাচ্ছে সরকার

ধারাবাহিকভাবে লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর প্রায় পঁচিশ হাজার স্থায়ী শ্রমিককে স্বেচ্ছা অবসরে (গোল্ডেন হ্যান্ডশেক) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের পরিকল্পনার প্রতিবাদে সারা দেশের ২৬টি পাটকলের শ্রমিকদের আন্দোলনের ঘোষণার মধ্যেই বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী রোববার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানান।

পাটমন্ত্রী বলেন, “পাটকলগুলোতে লোকসান হচ্ছে, এজন্য সরকার চিন্তা করেছে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে এই খাতকে এগিয়ে নিতে।”

বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, পাটকলগুলোতে ২৪ হাজার ৮৮৬ জন স্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে শ্রমিকদের চাকরির অবসান করতে। পাটকল শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার পর পিপিপির (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) আওতায় পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করে উৎপাদনমুখী করা হবে। তখন এসব শ্রমিক সেখানে চাকরি করার সুযোগ পাবেন।”

২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৫৪ জন পাটকল শ্রমিক অবসরে গেছেন জানিয়ে সচিব বলেন, “অর্থ সংকটে তাদের অবসর ভাতা দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিজেএমসির আওতায় পাটকল রয়েছে ২৬টি। এর মধ্যে

একটি (মনোয়ার জুট মিল) বন্ধ রয়েছে। পাটকলগুলোতে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিক আছেন ২৪ হাজার ৮৬৬ জন। এছাড়া তালিকাভুক্ত বদলি ও দৈনিকভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। বেসরকারি খাতের পাটকলগুলো লাভ করলেও নানা অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতিতে বছরের পর বছর লোকসান গুনছে সরকারি পাটকলগুলো।

লোকসানে থাকা পাটকলগুলোর অর্থায়নের বিষয়ে গত বছরের ১৪ মে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে গত ১০ বছরে ৭ হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। পাটকলে আর কতদিন অর্থায়ন করব? গত ১০ বছরে তো আমরা ৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। এটা অনেক বড় টাকা।’ সূত্র-যুগান্তর

অপরাধী দলের হলেও ছাড় পাবে না: ওবায়দুল কাদের

অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অপরাধী দলীয় পরিচয়ধারী কিংবা ক্ষমতাবান হলেও ছাড় দেয়া হবে না।

সেতুমন্ত্রী রোববার সকালে রাজধানীতে নিজের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান আবারও মনে করিয়ে দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, শুধু স্বাস্থ্য খাতেই নয়, যে কোনো খাতের অনিয়ম-অন্যায়, দুর্নীতি রোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল। সুতরাং কেউ দুর্নীতি কিংবা অপরাধ করে পার পাবে না, সে যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন।

কোভিড-১৯ সংকটের মধ্যেই দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা দেখা দেয়ায় বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক।

হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিভিন্ন গবেষণা ও গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী করোনায় আক্রান্ত অনেক রোগী বাসাবাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের সেবা ও প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরামর্শ পেতে টেলি-মেডিসিন সেবা ও হটলাইনে সেবার মান বাড়ানোর অনুরোধ করছি।

করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের দাফন-কাফনে আত্মীয়স্বজনদের না আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, করোনার এমন সংক্রমণ কাছের মানুষও দূরে চলে যায়, মূহুর্তেই প্রিয়জন অচনা হয়ে যায়।

মা-বাবা কিংবা স্বামী-স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে চলে যাচ্ছে। আবার মৃত্যুর পর কেউ কাছে আসছে না। পুরোটা জীবন প্রিয়জনের জন্য শেষ বিদায় নিচ্ছেন প্রিয় মানুষের স্পর্শহীনতায়, মমতার বন্ধনহীন এসব দৃশ্য খুবই কষ্টদায়ক।

মন্ত্রী বলেন, রোগী মৃত্যুর ৩ ঘণ্টা পর মৃতদেহ থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর সুযোগ নেই। এ রোগ অভিশাপ নয়, নিজেকে সুরক্ষিত রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে দাফন-কাফন করতে পারেন আপনজনরা।

সরকারি হাসপাতালসহ চিকিৎসাবিষয়ক সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, সাধারণ রোগী ও উচ্চবিত্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নয়, সবাইকে সমান চোখে দেখে চিকিৎসা করুন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ভিআইপি কালচারে বিশ্বাসী নয়, সরকার এ সংকটে এমন চর্চাকে নিরুৎসাহিত করে।

বর্তমানে ৬৬টি ল্যাবে করোনা টেস্ট হচ্ছে জানিয়েছে মন্ত্রী বলেন, এ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের জনস্বার্থে পিসিআর ল্যাব স্থাপনে উদ্যোগ নেয়ারও আহ্বান জানান মন্ত্রী। সূত্র-যুগান্তর

আ’লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না: হাছান মাহমুদ

আওয়ামী লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন এটা ঠিক যে, অপরাধীরা অনেক সময় বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। আমাদের দল কোনো ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না।

বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী আহমেদের সাম্প্রতিক মন্তব্য ক্রসফায়ার-গুম-খুনে রাষ্ট্র অমানবিক হয়ে উঠছে- এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপিই ক্রসফায়ার-গুম-খুন শুরু করেছিল বলে মন্তব্য করে হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে প্রতি বছর ৩১৭ জনের বেশি ক্রসফায়ারে, গুম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ সংখ্যা ১৮৭।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি যখন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন, তখনই ক্রসফায়ার চালু করে। অর্থাৎ, খুনের রাজনীতির মাধ্যমেই যাদের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা, যারা দেশে গুম-খুনের রাজনীতি শুরু করেছিল। তারা যখন এ ধরনের কথা বলে, তখন তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

হাছান মাহমুদ আরও বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এবং করোনা মহামারীতে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তা সারা বিশ্বের সামনে মানবিকতার পরম উদাহরণ। বিএনপি এ ধরনের কোনো উদাহরণ তৈরি করতে পারেনি। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানির পর সংসদে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া চরম দায়িত্বহীনভাবে বলেছিলেন, যত মানুষ মারা যাওয়ার কথা ছিল, তত মারা যায়নি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ আশা করেছিল, করোনার এ সময়ে বিএনপি

বাদানুবাদের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের চিরাচরিত মিথ্যাচার আর বিষোদগারের রাজনীতি ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা মানুষের পাশেও দাঁড়ায়নি। করোনা মহামারীর মধ্যে লোকদেখানো ত্রাণ বিতরণের ফটোসেশনের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত রেখেছে। সূত্র-যুগান্তর

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি করোনামুক্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) জয় করে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

শনিবার দুপুরে তিনি হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাণিজ্যমন্ত্রী হাসপাতাল থেকে দুপুরের দিকে বাসায় ফিরেছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকবেন। তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোয়া কামনা করেছেন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী গত ১৭ জুন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে এতদিন চিকিৎসা নিয়ে শনিবার বাসায় ফিরলেন তিনি।

সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে

হঠাৎ ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। প্রায় ৮০ হাজার কোটি থেকে কমে বর্তমানে তা ৬২ হাজার

কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ। এ কারণে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ না নিয়ে উল্টো পরিশোধ করছে সরকার। সে কারণে সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকেই কমতে শুরু করে। ৩১ মে ব্যাংক ঋণ কমে ৬৪ হাজার ২৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এরপর ১১ জুন তা ৬২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকায় নেমে আসে।

সূত্র জানায়, গত দেড় মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, এআইআইবিসহ আরও কয়েকটি সংস্থার ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারের বেশি ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। বুধবারও চীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (এআইআইবি) ২৫ কোটি ডলার ঋণ যোগ হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই বিশ্বব্যাংকের একটি ঋণের ২৫ কোটি ডলার যোগ হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। তিনি বলেন, করোনায় সবকিছু প্রায় স্থবির হয়ে পড়ায় রাজস্ব আদায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছিল, এবার অর্থবছর শেষে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সে কারণে সংশোধিত বাজেটে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি করা হয়। কিন্তু বিপদের এই দিনে প্রচুর বিদেশি ঋণ পাওয়ায় এখন আর ব্যাংক থেকে সরকারকে ঋণ নিতে হবে না। উল্টো শোধ করে অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা কমাতে পারবে। ইতিমধ্যে সেই কাজটি শুরুও করে দিয়েছে সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, করোনা মোকাবেলায় ৩ জুন আইএমএফের ৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলারের জরুরি সহায়তা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। এর আগে ১৫ মে এডিবির ২৫ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা রিজার্ভে যোগ হয়। ২০ মে যোগ হয় আরও ২৫ কোটি ডলার। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-আইএসডিবি এবং এআইআইবি-এই তিন সংস্থার প্রায় ৬০ কোটি ডলার ঋণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পেয়েছে বাংলাদেশ। আর এতেই ২৪ জুন রিজার্ভ বেড়ে ৩৫ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় ঠেকেছে, যা আগে কখনও দেশে ঘটেনি।

আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়া, সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে সরকার ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের সংকট শুরু হওয়ায় ঋণনির্ভরতা আরও বেড়ে যায়। মূল বাজেটে ব্যাংক?ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি টাকা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাজেট ঘাটতি মেটাতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংক থেকে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রস্তাব করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

‘জাফরুল্লাহ সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পেশেন্ট’

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে নিজের ৩৫ বছরের চিকিৎসা জীবনে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পেশেন্ট বলে উল্লেখ করেছেন তার চিকিৎসক ডা. মামুন মোস্তাফি।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমণ্ডিতে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের গেরিলা কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দার বীরউত্তম মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর করোনা রোগমুক্তি উপলক্ষে এই সভার আয়োজ করা হয়।

সদ্য করোনা জয় করা প্রবীণ এই মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসক মামুন মোস্তাফি বলেন, আমি তার চিকিৎসা করার সূযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। ডায়লোসিস রোগীদের করোনা হলে চিকিৎসা দেয়ার মতো হসপিটাল বাংলাদেশে নেই। তবে এখানে বড় ভাই (জাফরুল্লাহ) ডাইলোসেস রোগীদের করোনা চিকিৎসার জন্য আইসিইউসহ সম্পূর্ণ সুযোগসুবিধা সম্পন্ন একটি ইউনিট তৈরী করেছেন।

ডা. মামুন মোস্তাফি আরও বলেন, গ্রামের একজন মানুষ ও কৃষক যে সেবা নিতে পারেন না তিনি তা গ্রহণ করেন না। ওনার করোনা বিজয়ী হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় হলো তার মনবোল।

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর করোনা নেগেটিভ হলেও বুকের ৮০ শতাংশ

নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা ঢাকা মেডিকেলে তার জন্য কেবিন রেডি করেছিলাম। কিন্তু তিনি বলে দিয়েছেন ওখানে থেকে আমার গ্রামের একজন মানুষ চিকিৎসা নিতে পারবে না, আমিও নেবো না। গ্রামের কোনো মানুষের এখানে থেকে মৃত্যু হলে আমারও হবে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ডা. জাফরুল্লাহর যে একাত্মবোধ তা আর কারো মাঝে দেখেন নি উল্লেখ করে ডা. মোস্তাফি আর্ও বলেন, তার প্রতি দেশের মানুষের যে ভালোবাসা ছিলো তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঢুকলে দেখা যায়। প্রতিটা মানুষের দোয়া ছিলো আল্লাহ তুমি এই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখো।

এসময় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, সম্ভবত আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে ভাগ্যবান করোনা রোগী। সবাইকে জানাই আমার এবং গণস্বাস্থ্য পরিবারের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার শুভেচ্ছা আমার দ্রুত রোগ মুক্তিতে সহায়ক হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এসময় বক্তব্য রাখেন- গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল অধ্যাপক মুহিব উল্লাহ্ খোন্দকার, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন বিনায়ক সেন, অধ্যাপিকা দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সৈয়দা রিজাওয়ানা হাসান, জুনায়েদ সাকী, ভিপি নূর। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা সাদেক খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দপ্তর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু। সুত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীকে সেনাপ্রধানের ধন্যবাদ

সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সৈনিক এবং এই যুদ্ধে আমরা সর্বতোভাবে নিয়োজিত থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও

জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদন করছি।

দেশের এই ক্রান্তিকালে সেনাবাহিনীকে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বাহিনীর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার সেনা সদর দফতরে বাহিনীর সব পর্যায়ের সদস্যদের নিয়ে দরবারে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বাহিনীর সব পদবির সদস্যের উদ্দেশে চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। ভিটিসির মাধ্যমে সব সেনানিবাসে তার বক্তব্য শোনানো হয়। সেনাবাহিনীপ্রধান বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

করোনা মোকাবেলায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী তথা সব পদবির সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন সেনাপ্রধান।
একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনগণের সাহায্যে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সেনাবাহিনী প্রধান, জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন এন-৮ এক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেনাবাহিনীকে সুযোগ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সব সেনাসদস্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

বক্তব্যে তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনোবল অটুট রাখার লক্ষ্যে গৃহীত সময়োপযোগী কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সবাইকে অবহিত এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সেনাসদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধান, জীবন বীমা সুবিধা চালু করা, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তুলে ধরেন। ‘কঠোর প্রশিক্ষণই একজন সৈনিকের প্রকৃত কল্যাণ’- এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আজিজ আহমেদ সবাইকে নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’-এর আলোকে একটি সক্ষম সেনাবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দিক-নির্দেশনা ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ‘ শৃঙ্খলা সেনাবাহিনীর প্রাণ এবং আনুগত্য সেনাবাহিনীর চালিকাশক্তি’- এই চেতনাকে ধারণ করে সেনাবাহিনীর সব সদস্যকে চেইন

অব কমান্ড অনুসরণ করা এবং কোনো ধরনের গুজবে প্ররোচিত না হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

সেনাপ্রধান আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যখনই দেশে কোনো ভালো কাজ হয়, তখনই স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল সেই কৃতিত্বকে মলিন করার অপচেষ্টা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী করোনাযুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় যখন ভালো কাজ করছে, তখন ওই কুচক্রী মহল সেনাবাহিনীকে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে অতীতের ন্যায় এ ধরনের অপচেষ্টা- প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

সেনাবাহিনী সর্বদাই সরকার, দেশের সংবিধান ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষায় যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি। আইএসপিআর সুত্র-যুগান্তর

মেহেরপুর সিংহাটি করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বিসিএল কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নুরু- উছ- সাফা প্লাবন পথ চলা মানুষ ও গ্রাম মহল্লায় পাঁচ শত মাস্ক বিতরণ করেন।

এস ময় নুরু- উছ- সাফা প্লাবন বলেন সারা বিশ্বে যখন করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করেছে। আসুন আমরা দল মত নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে করোনাভাইরাস মোকাবেলা করতে হবে।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলা কে রেড জোন ঘোষণা করার জোর দাবি জানাই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন লিজন, ইউসুফ, মাসুম, হোসাইন, মিনারুল, ও মাসুদ রানা।